প্রথম আলো

তারিখ SEP 11 2006
পৃষ্ঠা 20 কলাম 7

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান মাত্র ৪.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ শিক্ষা বাজেটের ৮.৮৮%

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং এই খাতে বাজেট বরাদ্দ সারা পৃথিবী কিংবা এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায় তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় কম। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর দেশের মাত্র চার দশমিক চার শতাংশ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় ব্যয় হয় শিক্ষা বাজেটের মাত্র আট দশমিক ৮৮ শতাংশ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। অপরদিকে, ভারতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান ১১ দশমিক নয় শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ২৯ দশমিক তিন শতাংশ এবং থাইল্যান্ডে ৩৭ দশমিক তিন শতাংশ শিক্ষার্থী।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এত কম শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য দুঃসংবাদ।'

তিনি বলেন, যারা মেধাবী ও যোগ্য, তাদের অনেকেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জায়গা করে নিতে পারছে। বাকি এবং বেশির ভাগদের নিয়ে আমরা খুব একটা ভাবছি না, তাদের জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগও পর্যাপ্ত নয়। ফলে এদের বেশির ভাগই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে ইউজিসির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, বিদ্যমান সুযোগ অব্যাহত রাখতে হলেও ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি উদ্যোগে কমপক্ষে ১২টি এবং পর্যায়ক্রমে ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষা নিয়ে ইউজিসি ২০ বছর মেয়াদি এমন একটি কর্মপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছে।

ইউজিসির গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৪-০৫ সালে দেশে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে সর্বমোট ১০ লাখ ৩৩ হাজার ৪৯ জন শিক্ষার্থী। এদের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান

শেষ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ১০ দশমিক নয় শতাংশ বা এক লাখ ১২ হাজার ৪৩০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। অন্যদিকে, ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন প্রায় ছয় শতাংশ বা ৬২ হাজার ৮৫৬ জন শিক্ষার্থী।

এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত এক হাজার ৫৯৭টি সাধারণ ও পেশাগত কলেজে সর্বাধিক ৭৪ দশমিক নয় শতাংশ বা সাত লাখ ৭৩ হাজার ৪৯২ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন ৮৪ হাজার ২৭১ জন, যা মোট উচ্চ শিক্ষার্থীর প্রায় আট শতাংশ।

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ যেমন সীমিত, তেমনি এ ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দও কম। ইউজিসির গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল মোট শিক্ষা বাজেটের সাত দশমিক ৬৬ শতাংশ। এক দশকের মাথায় এটা সামান্য বেড়ে ২০০৫ সালে হয়েছে আট দশমিক ৮৮ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতে শিক্ষা বাজেটের ২০ দশমিক তিন শতাংশ, থাইল্যান্ডে ১৯ দশমিক দুই শতাংশ এবং মালয়েশিয়ায় ৩৩ দশমিক তিন শতাংশ উচ্চশিক্ষায় ব্যয় হয়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য সরকারের বরাদ্দও পর্যাপ্ত নয়। ইউজিসির গবেষণায় দেখা যায়, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে সরকারের বার্ষিক ভর্তুকি ৩৪ হাজার ৪১৩ টাকা, কৃষিতে ৭৭ হাজার ৩৫৯ টাকা, প্রকৌশলে ৩৫ হাজার ৫১৯ টাকা এবং মেডিকেলে এক লাখ ৫৪ হাজার ৪৩০ টাকা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয়ে ভিন্নতা রয়েছে। ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যয় ৬৫ হাজার ৮২২ টাকা, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ৮৭ হাজার ৯৭৭ টাকা এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ৭২ হাজার ২১৪ টাকা।